তারিখ 12 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

সংবাদ

একটি স্কুলে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

‘সততার বিপণি কেন্দ্র’

• বিক্রেতা নেই

হাসনাত শাহীন

ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে সাত মসজিদ রোড ধরে ধানমন্ডি আসতে পুরনো ২৭ নম্বর মোড়। এই মোড়ের ঠিক আগে বাম হাতে একটা গলি। এই গলিতে প্রবেশ করতেই ডান হাতের কোনায় ‘কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’। এই বিদ্যালয়ের ভেতরে বিগত কয়েক মাস আগে গড়ে তোলা হয়েছে একটি দোকান। স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে, সেই দোকানে প্রবেশ করেই দেখা মিললো দোকানটিতে আর দশটা স্টেশনারি দোকানের মতোই থরে থরে সাজানো খাতা-কলম, রঙ-পেন্সিলসহ শিক্ষা সম্পর্কিত নানা দ্রব্যাদি। কিন্তু দোকানটি দেখাশোনা করার জন্য কেউ নেই ! সেখানে শিক্ষার্থীরা আসছে, দেয়ালে টাঙানো মূল্য তালিকা দেখে তারা তাদের নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি কিনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে টাকা রেখে চলে যাচ্ছে! দোকানে কেউ নেই তবুও শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়টা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে টাকা দিয়ে চলে যাচ্ছে! অভাবনীয়!

যখন প্রতিদিন মানুষের নীতি-নৈতিকতার বিপর্যয় ঘটছে, পরিবর্তন হচ্ছে মানসিকতার, নানান অজুহাতে মানুষ মানুষকে হত্যা করছে-আহত করছে-ঠকাচ্ছে; সেই সময়ে এই অভাবনীয় বিষয়টা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতোই ঘটনা হয়ে দেখা দিলো। অবাক হয়ে দেখতে হলো ‘কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’র এই সময়োপযোগী একেবারে ভিন্ন উদ্যোগ। উদ্যোগের সবচেয়ে বড় বিস্ময় হলো এখানে ক্রেতা আছে, কিন্তু বিক্রেতা নেই। শিক্ষার্থীরা মূল্য তালিকা অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করে যান নির্দিষ্ট ক্যাশবাক্সে। তিনি ঠিকমতো টাকা দিলে কি দিলেন না– সেটি তদারকি করার জন্য সেখানে কেউই নেই।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতার শিক্ষা পৌঁছে দিতেই অনেকটা চিন্তাভাবনা করেই ‘কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল’ এই ব্যতিক্রমধর্মী এ উদ্যোগটি নিয়েছে। যার নাম তারা দিয়েছেন– ‘অনেস্টি শপ বা

সততার : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

সততার : বিপনি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সততার বিপণি কেন্দ্র’। বিগত ২ জুন ‘বাংলাদেশ এথিকস ফাউন্ডেশন’-এর সঙ্গে মিলে যাত্রা শুরু করে ব্যতিক্রমধর্মী এ বিপণি কেন্দ্রটি। যাতে লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কলম, পেন্সিল ও স্টেশনারি ছাড়াও স্কুলের বই-খাতাও বিক্রি হবে। এখানে কেনাকাটার উপায় হচ্ছে সামনে ঝুলিয়ে রাখা একটি মূল্য তালিকা দেখে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের সমপরিমাণ মূল্য দোকানটির ভেতরে রাখা ক্যাশবাক্সের মধ্যে রেখে পণ্যটি নেবে।

এ বিষয়ে কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ এ. এম এম খায়রুল বাশার দৈনিক সংবাদকে বলেন, মূলত ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, ন্যায়প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে প্রশয় না দেয়ার মানসিকতা তৈরীর লক্ষ্যেই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, তা হলো ‘অনেস্টি ইস দ্য বেস্ট পলিসি’। প্রবাদটা আমাকে ভাবিয়েছে। আমি মনে করি প্রবাদটা হওয়া উচিত ছিলো-‘অনেস্টি ইস দ্যা অনলি পলিসি’। অর্থাৎ আমরা বলি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ‘সততায় এক মাত্র পদ্ধতি’। আর এ কারণে-আমরা এ প্রবাদটা একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছি আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছে। সেটা হলো– ‘অনেস্টি ইস দ্য অনলি পলিসি’। আমরা চাই, শিক্ষার্থী সময় থেকেই বাচ্চারা সততার শিক্ষা নিয়ে বড় হোক। এর ফলে এসব ছেলেমেয়েদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

দোকানটিতে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের ভেতরে ছোট্ট একটি কক্ষে দোকানটির অবস্থান। যার দেয়ালে বড় করে বাধায় করে টাঙানো আছে দোকানে পাওয়া যাবে এমন সব পণ্য বা দ্রব্যাদির মূল্য তালিকা। সেখানে কোন কোম্পানির কোন পণ্যের কি দাম সেটা সুস্পষ্টভাবে লেখা। সেখানে শিক্ষার্থীরা আসছে, মূল্য তালিকায় চোখ বুলিয়ে পাশে রাখা ক্যাশবাক্সে টাকা দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় পণ্যটি কিনে নিচ্ছেন।

স্কুলটির এমনই একজন শিক্ষার্থী সুমাইয়া বলেন, এখানে কেনাকাটা করা খুব সহজ। বিক্রেতা না থাকায় আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিজের মতো করে বেছে নিই। যার জন্য, দ্রুত সব কিছু পছন্দ করতে পারি এবং কিনতে পারি। সুমাইয়া জানায়, বিক্রেতা থাকলে সে চার-পাঁচজনের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখনও দেরি হয়ে যায়। মাঝেমাঝে ভাংতি টাকা নিয়ে ঝামেলা হয়, সেটা এখন আর হয় না, আমরা ভাংতি টাকা নিয়ে আসি। অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

বিদ্যালয়টির এ প্রকল্পের পরিচালক ও বাণিজ্য বিভাগের প্রধান এহসানুল আমিন দৈনিক সংবাদকে জানান, অনেস্টি শপে কেনাকাটার নিয়ম-কানুন। এখানে কেনাকাটা করতেই প্রথমেই শিক্ষার্থীকে নিজের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর সেখানে থাকা মূল্য তালিকার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে যাবে। তিনি জানান, যেহেতু এখানে কোন বিক্রয়কর্মী নেই, সেজন্য ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হবে। তিনি আরও জানান, অনেস্টি শপ রোববার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিনি সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা ১০ মিনিট, সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং দুপুর সোয়া ২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

তিনি বললেন, উদ্বোধনের পর থেকে তিন মাস হয়ে গেলো, আজ পর্যন্ত একটি টাকাও কম বা বেশি জমা পড়ে নাই। সুতরাং, সে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এ প্রকল্পটি হাতে নিয়েছিলাম, সেটি এখন পর্যন্ত সফল।